তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩২

**সারাদেশে সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি’র পণ্য বিক্রয়**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল)

পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল ২৮ এপ্রিল ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০৩ টি ট্রাকসেল এর মাধ্যমে সাশ্রয়ীমূল্যে দেশব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি) ৭২৭.২৬ মট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৫১০ মেট্রিক টন চিনি, ১০০.৬ মেট্রিক টন মশুর ডাল, ৩২৬.৯৫ মেট্রিক টন ছোলা, ৩০.১৮ মেট্রিক টন খেজুর এবং ৩৭ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ মোট ১,৭৩১.৯৯ মেট্রিক টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য প্রায় দুই লক্ষ এক হাজার ২০০ জন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করেছে।

প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে।

#

বকসী/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩০

**সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল)

দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবীর খোকনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেন, হুমায়ুন কবীর খোকনের মৃত্যুতে দেশ একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক  ও ভালো মানুষকে  হারালো।

ড. হাছান মাহমুদ প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হুমায়ুন কবীর খোকন হাজার সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাঁদিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

#

আকরাম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩১

**সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনের মৃত্যুতে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল)

দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক  হুমায়ুন কবীর খোকনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এমপি।

প্রতিমন্ত্রী এক শোকবার্তায় বলেন, হুমায়ুন কবীর খোকনের মৃত্যুতে দেশ একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক  ও ভালো মানুষকে  হারালো। ক্ষুরধার লেখনী ও সময়োপযোগী সংবাদ পরিবেশনের জন্য তিনি সবার মাঝে বেঁচে থাকবেন।

তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হুমায়ুন কবীর খোকন সবাইকে কাঁদিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

#

আকরাম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৯

**সাংবাদিক খোন্দকার মোহিতুল ইসলামের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল)

দৈনিক জনতার সাবেক সম্পাদক খোন্দকার মোহিতুল ইসলাম রঞ্জুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় খোন্দকার মোহিতুল ইসলাম রঞ্জুর কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, তিনি দৈনিক জনতা ছাড়াও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও দি ডেইলি অবজারভারে সাংবাদিকতার দায়িত্বও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তার  মৃত্যুতে দেশ একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিককে হারালো।

ড. হাছান মাহমুদ প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খোন্দকার মোহিতুল ইসলাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

#

আকরাম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৭

**খুলনা বিহারী ক্যাম্পের কর্মহীনদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ**

খুলনা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল):

    খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক করোনাভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী   
শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচির’ আওতায় গতকাল খুলনার খালিশপুর ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস চত্বরে খালিশপুরের বিহারী ক্যাম্পের প্রায় এক হাজার কর্মহীনদের মাঝে আট কেজি করে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।

    খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ কামাল হোসেন, খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম ডি এ বাবুল রানা উপস্থিত ছিলেন।

    খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সিটি মেয়র বলেন, কারোনভাইরাস সহনীয় পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। তিনি করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সক্ষম ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানান।

    মেয়র একই স্থানে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘বেসরকারি মানবিক সহায়তা সেল’-এর আওতায় বিহারী ক্যাম্পের প্রায় এক হাজার কর্মহীন মানুষের মাঝে শাক, লাউ, করল্লা ও ঢেঁড়শসহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

#

সেলিম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৮

**খুলনা জেলায় পাঁচ লাখ ৩৬ হাজার ৮০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান**

খুলনা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল):

খুলনা জেলায় পাঁচ লাখ ৩৬ হাজার ৮০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ৭০ হাজার পরিবার দুই লাখ ৮০ হাজার মানুষের মধ্যে ৮৮ লাখ ৮ হাজার জিআর নগদ অর্থ বিরতণ করা হয়েছে। সুষ্ঠু ভাবে ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে তালিকা তৈরিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘বেসরকারি মানবিক সহায়তা সেল’ নামে একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এখানে ত্রাণের জন্য আবেদন করা যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে গতকাল খুলনা সার্কিট হাউজে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় খুলনা জেলা কমিটির সদস্য ও গণ্যমান্যদের মতবিনিময় সভায়   
এ তথ্য জানানো হয়। সচিব করোনাভাইরাস মোকাবেলায় খুলনা জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিবও।

সভায় উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, বিভাগীয় কমিশনার ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, পুলিশ কমিশনার খন্দকার লুৎফুল কবির, খুলনা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম শফিউল্লাহ, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি।

সভায় আরো জানানো হয়, খুলনায় ডায়বেটিক হাসপাতালটিকে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এখানে ১০টি বেড আইসিইউসহ ভেন্টিলেটার সুবিধা রয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য যথেষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী মজুদ আছে। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসা সেবায় জড়িত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সবার আগে সুরক্ষিত রাখতে হবে। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতরা যেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত না হন সে দিকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে।

#

সেলিম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৬

**সরকারের ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল)

করোনা ভাইরাসের মত দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার । মানবিক সহায়তা হিসেবে এ পর্যন্ত সারাদেশে সোয়া তিন কোটিরও বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৬৪ জেলার জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লক্ষ নয় হাজার ৭৮৩ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে ৮৬ হাজার ৮২৯ মেট্রিক টন । বিতরণকৃত চালে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৬ টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা সোয়া তিন কোটিরও বেশি ।

সারাদেশের ৬৪ জেলায় এ পর্যন্ত নগদ টাকা মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৭ কোটি ৬১ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬৪ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৬৮ টাকা । এতে উপকার ভোগী পরিবার সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৯৪টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা এক কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭১৩ জন ।

শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে মোট বরাদ্দ ১০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে সাত কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৯৯ টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা দুই লক্ষ ৪০ হাজার ৬৭৯ টি এবং লোক সংখ্যা চার লক্ষ ৮১ হাজার ৪৩৭ জন ।

#

সেলিম/জাহাঙ্গীর/আরিফ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৪৫

**আসন্ন বর্ষায় সারাদেশে নদীভাঙ্গণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাঁধনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে**

**- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

আসন্ন বর্ষার প্রস্তুতিতে সারাদেশে নদীভাঙ্গনে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাঁধনির্মাণ ও বাঁধ পুন:রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। উপমন্ত্রী আজ শরীয়তপুরের নড়িয়ার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে একথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, নিকটবর্তী সময়ে বন্যাই আমাদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। করোনা সংকটে সাময়িকভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ স্থগিত থাকলেও বর্ষা সমাগত হওয়ায় এখন দেশের চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ ভাঙ্গণপ্রবণ এলাকাতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কন্ট্রাক্টরদের সাথে সমন্বয় করে কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাস্ক, জীবাণুনাশক নিশ্চিত করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

এ সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম) জনাব মো. হাবীবুর রহমান,  চিফ মনিটরিং তোফায়েল আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক আব্দুল হেকিমসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৪৪

**করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন**

**- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন,  করোনা ভাইরাস  জনিত বর্তমান সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তবেই এ সংকট ভালোভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব।  
  
 গতকাল ঢাকা থেকে অনলাইনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত "কোভিড-১৯ অ্যান্ড  হিউম্যান রাইটস:প্রোটেকটিং দ্যা মোস্ট ভালনারেবল" শীর্ষক এক ওয়েব সেমিনারে (ওয়েবইনার) অতিথি হিসেবে  যুক্ত হয়ে তিনি এ অভিমত তুলে ধরেন। জাতিসংঘ  গ্লোবাল কম্প্যাক্ট এ সেমিনারের আয়োজন করে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট (Michelle Bachelet) ও ন্যাটুরা কোম্পানির চেয়ারম্যান রবার্ট মারকুইসও (Robert Marques) সেমিনারে অতিথি হিসেবে অংশ নেন।  
  
 বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসজনিত সংকট মোকাবিলায় সরকারের অবস্থান তুলে ধরে আইনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসজনিত সংকট মোকাবিলায় বেশ কিছু উদ্দীপনা প্যাকেজ সহ সরকারের তরফ থেকে দুই ধাপে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার সার্বিক একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম ধাপে  তিনি রফতানীমুখী শিল্পকর্মী ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা (জরুরি) প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন এবং  দ্বিতীয় ধাপে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার চারটি নতুন আর্থিক উদ্দীপনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এ ছাড়া কৃষি খাতের ক্ষতি মোকাবিলায় কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ ও সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকারি ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত আছে। গত ২৬ এপ্রিল  পর্যন্ত মানবিক সহায়তা হিসেবে ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ৯৩০টি পরিবার তথা তিন কোটি ৮১ লাখ ৫৮ হাজার ২৬৮ জনের কাছে সরকারের চাল ও নগদ টাকার সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে শিশুদের জন্যও আলাদাভাবে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে পরিত্র রমজান উপলক্ষে দেশব্যাপী ৪৯৮টি ট্রাকে করে সাশ্রয়ী দামে এক হাজার ৬০০ মেট্রিক টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য টিসিবি'র মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, চিনি, ছোলা, পেয়াঁজ ইত্যাদি। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসজনিত সংকট মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি বিশেষ  এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, সরকারের পাশাপাশি গার্মেন্টস সংগঠনগুলো তাদের কারখানাগুলোর কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হবে।

#

রেজাউল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৫৪৩

**বাধ্য না হলে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের দেশে না আসার অনুরোধ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন প্রবাসী শ্রমিকদের অনুরোধ করেন, বাধ্য না হলে কেউ যেন দেশে ফিরে না আসে। তিনি বলেন, আপদকালীন সময় পার হলে তাদের জন্য ভাল সময় আসবে। প্রবাসীদের কেউ যেন না খেয়ে থাকে সে জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত ‘প্রবাসবন্ধুকলসেন্টার’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে সংযুক্ত হয়ে ড. মোমেন বলেন, প্রবাসীরা বাংলাদেশের সম্পদ। তাদের সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সকল বৈদেশিক দূতাবাসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবে ২২ লাখ প্রবাসী বাংলাদশির বাসায় বসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে যেখানে অধিক সংখ্যক প্রবাসী আছে সেখানেও এ সেবা চালুর জন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনপ্রধানদের অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার পূর্নব্যক্ত করেন ড. মোমেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক, লন্ডনসহ কয়েকটি দেশে এ সেবা চালু আছে। এসময় প্রবাসীদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সেবা নেওয়ার অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এটুআই এবং আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় এ কলসেন্টারটি চালু করা হলো। এ কলসেন্টারের মাধ্যমে প্রবাসী ডাক্তাররা প্রবাসী বাংলাদেশিদের টেলিফোনে সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এসময় ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৫৪২

**টিভি চ্যানেলে তারাবীহ্ নামাজ সম্প্রচার অনুসরণ করে**

**বাসা-বাড়িতে ইক্তেদা না করার আহ্বান**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

সম্প্রতি কোন কোন টিভি চ্যানেলে তারাবীহ নামাজ সম্প্রচারের মাধ্যমে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করে নিজ নিজ বাসা-বাড়িতে তারাবীহ নামাজ আদায় করার বিষয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে জানা গিয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, জামাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে কাতারের সংলগ্নতা (ইত্তেসাল) জামাত ও ইক্তেদা সহীহ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। এটি মানা না হলে নামাজ সহীহ হবে না। তাই কোন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারকৃত তারাবীহ নামাজের ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত শুনে ও রুকু-সিজদার অনুসরণে নিজ নিজ বাসা-বাড়িতে ইক্তেদা করে তারাবীহ নামাজ আদায় করা হলে তা কোনভাবেই সহীহ ও জায়েয হবে না বলে বিশিষ্ট মুফতি ও আলেমগণ মতামত প্রদান করেছেন।

বিষয়টি অনুধাবন করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি পরিহারকল্পে টিভি চ্যানেলে তারাবীহ্ নামাজসহ অন্যান্য নামাজ সম্প্রচার হতে বিরত থাকার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

আনোয়ার/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৪০

**ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে আরও এক ইউপি চেয়ারম্যান ও ৩ সদস্য বরখাস্ত**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে আরও একজন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ৩ জন ইউপি সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে আজ এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এ নিয়ে মোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হলো। তাদের মধ্যে ১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ২২ জন ইউপি সদস্য এবং ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য।

আজ সাময়িক বরখাস্তকৃত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হলো কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার টৈটং ইউপি'র জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী। সাময়িক বরখাস্তকৃত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা হলো নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চর-আড়ালিয়া ইউপি'র ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ বাচ্চু মিয়া, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউপি'র ৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ শরিফুল ইসলাম এবং দৌলতপুর উপজেলার দৌলতপুর ইউপি'র ৯ নং ওয়ার্ডের মোঃ হাবিবুর রহমান।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, কক্সবাজার জেলার টৈটং ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী সরকারি ত্রাণের চাল আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসক আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

পৃথক প্রজ্ঞাপনে আরো উল্লেখ করা হয় নরসিংদী জেলার চর-আড়ালিয়া ইউপি সদস্য মোঃ বাচ্চু মিয়া করেনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল কালোবাজারে বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে রয়েছেন এবং নরসিংদীর জেলা প্রশাসক আইন অনুযায়ী তাকে অপসারণের সুপারিশ করেছেন।

এছাড়া কুষ্টিয়া জেলার নন্দলালপুর ইউপি সদস্য মোঃ শরিফুল ইসলাম করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে নিম্ন আয়ের  শ্রমজীবী মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ত্রাণ লুটের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং দৌলতপুর ইউপি সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান সরকারি ত্রাণ ভুয়া মাস্টাররোলে বিতরণ দেখিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আইন অনুযায়ী তাদের স্বীয় পদ হতে অপসারণের সুপারিশ করেছেন।

উল্লেখিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদের দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। কাজেই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাদের স্বীয় পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

একইসময় পৃথক পৃথক কারণ দর্শানো নোটিশে কেন তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

#

মাহমুদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৪১

**সুনামগঞ্জের হাওরে ধান কাটা পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী**

**ভর্তুকি মূল্যে ১০০ কোটি টাকার হারভেস্টার ও রিপার কৃষকদের মাঝে বিতরণ উদ্বোধন**

সুনামগঞ্জ, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আজ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় হাওরে কৃষক ও শ্রমিকদের ধান কাটায় উৎসাহ দিতে এবং বোরো ধান কাটার অগ্রগতি দেখতে পরিদর্শন করেন।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জের ডুংরিয়ায় পরিদর্শন শেষে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ সময়টা বোরো ধান কাটার মৌসুম। আমাদের সারা বছরের মোট চাল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি যোগান দেয় বোরো ধান। সেজন্য, শুধু হাওর নয়, সারা দেশের ফসল সুষ্ঠুভাবে ঘরে তোলা জরুরি। এটি করতে পারলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও হাওরের বোরো ধান কাটার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকদের আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকরা এসে ধান কাটছেন। পাশাপাশি হাওরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ধান কাটা যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে হাওরের কৃষক যাতে সহজে যন্ত্রপাতি কিনতে পারে সেজন্য যন্ত্রের দামের ৩০% দেয় কৃষক এবং ৭০% দেয় সরকার । একই সাথে, দেশের অন্য এলাকা থেকে হাওরের আগাম বোরো ধান কাটার জন্য কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে হাওরের ৬৫% বোরো ধান কৃষক ঘরে তুলতে পেরেছে। সুনামগঞ্জসহ অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ৭৫ ভাগ ধান কাটা হয়েছে।

 এসময় কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী নতুন ২টি হারভেস্টার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন । সারাদেশে ধান কাটা সহজতর করতে মোট ২০০ (আগের ১০০ ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ১০০) কোটি টাকার মাধ্যমে প্রায় ১৩০০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৯৩৪টি রিপার, ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লানটারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে সম্প্রতি পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য এবং কৃষি খাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এই দুটি খাত একে অপরের পরিপূরক। স্বাস্থ্য ও কৃষি ছাড়া বাঁচা যাবে না। সেজন্য আগামী বাজেটে কৃষি খাতে আরও বরাদ্দ বাড়ানো হবে। যাতে করে কৃষিকে আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

 পরে কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কৃষকদের মাঝে সাবান, মাস্ক, গামছা ও লুঙ্গি বিতরণ করেন। এসময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার সব সময় কৃষক ও শ্রমিকদের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি কাজের সময় বজ্রপাতে কেউ মারা গেলে তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে ১ লাখ টাকা করে অনুদান দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।  এসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষার সাথে কৃষি কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মন্ত্রী আহ্বান জানান। যাতে করে করোনা পরিস্থিতিতেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকে। কেউ অসুস্থ বা করোনাক্রান্ত হলে সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসাসহ সার্বিক সহযোগিতাও প্রদান করা হবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

#### পরিদর্শনের সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মুহিবর রহমান মানিক, মহিলা সংসদ সদস্য শামিমা শাহরিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ,পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান বিপিএম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মাদ সফর উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৩৯

**মধ্যবিত্তদেরও খাদ্যসহায়তার আওতায় আনা হয়েছে**

**-শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্নবিত্ত শ্রেণির পাশাপাশি মধ্যবিত্তদেরও খাদ্য সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে, সরকারের পক্ষ হতে দেশের সর্বত্র মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরস্থ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় খাদ্য সহায়তা বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে আজ দুইশত পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প প্রতিমন্ত্রী তার নির্বাচনী এলাকায় কয়েক দফায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেগবান করতে সকল শ্রেণির কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশাল অংকের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের কর্মতৎপরতার ফলে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৩৮

**সরকারের নিকট এখন ২০ হাজারেরও বেশি করোনা আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রয়েছে**  
 - স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, "করোনা প্রতিরোধে আরো নতুন সাড়ে চার হাজার করোনা আইসোলেশন বেড প্রস্তুত হয়ে গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই এগুলো স্বাস্থ্যখাতের হাতে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

আজ রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে নব নির্মিত দুই হাজার বেডের করোনা আইসোলেশন সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ২০০০ বেড, ডিএনসিসি মার্কেটে ১৩০০ ও উত্তরার দিয়াবাড়িতে ১২০০ উন্নত নতুন বেড এখন প্রায় পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেছে।আশা করা যাচ্ছে,এই সপ্তাহের মধ্যেই এগুলো উদ্বোধন করে উন্মুক্ত করা যাবে। এগুলোর পাশাপাশি দেশের রাজধানীসহ জেলা-উপজেলায় আরো ৬০১ টি প্রতিষ্ঠান করোনা আইসোলেশনে প্রস্তুত রয়েছে। সব মিলিয়ে করোনা মোকাবেলায় দেশে এখন ২০ হাজারেরও বেশি করোনা আইসোলেশন বেড প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর থেকেও বেশি প্রয়োজন হলে তারও ব্যাবস্থা সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "করোনার কারনে দেশের কিছু মানুষ কর্মহীন হয়ে অনাহারে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সীমত পরিসরে ও স্বাস্থ্য ব্যাবস্থা ঠিক রেখে সীমিত পরিসরে কিছু শিল্প কল-কারখানা খুলে দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স সহ ইউরোপের বহুদেশে লক ডাউন শিথিল করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ড তো লক ডাউন তুলে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আমরাও সামনেই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো "

করোনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পর্যাপ্ত আইসোলেশন বেড, আইসিইউ সেন্টার, ভেন্টিলেটর ও অক্সিজেন সিলিন্ডার বৃদ্ধিসহ নতুনভাবে আরো ২ হাজার চিকিৎসক ও ৬ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।এদের পাশাপাশি, বেশকিছু মেডিকেল টেকনোলজিস্টও আপাতত আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিদর্শনকালে জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য মিডিয়া সেলের আহবায়ক ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. হাবিবুর রহমান খান, আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৩৭

# সৌদি স্বাস্থ্য সেবায়  চালু হলো ‘প্রবাসবন্ধু’ কলসেন্টার

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

একটি হটলাইন সহ ৫টি ইমো নম্বর নিয়ে ৬৭জন প্রবাসী ডাক্তারের সমন্বয়ে মোবাইল ফোনেই সৌদিআরব প্রবাসীদের জন্য চালু করা হয়েছে ‘প্রবাসবন্ধু’ কল সেন্টার। নম্বরগুলো হলো-+৮৮০৯৬১১৯৯৯১১ এবং ০১৪০০৬১১৯৯৫-৮ ও ০১৯৫৮১০৫০২। সৌদি প্রবাসী ২২ লাখ প্রবাসীর স্বাস্থ্য সেবায় এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করেছে আইসিটি বিভাগের অধীন এটুআই। সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত প্রতিদিনই চালু থাকবে।

আজ জুম অনলাইন ভিডিও বৈঠকে এই সেবাটি উদ্বোধন করা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এই অনলাইন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সচিব সেলিম রেজা, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত  গোলাম মশি, এটুআই প্রকল্প পরিচালক ড: আব্দুল মান্নান এবং পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী, ওয়েজ ওর্নার্স বোর্ডের মহাপরিচালক, এটুআই-এর চিফ ই-গভর্ন্যান্স স্ট্র্যাটেজিস্ট ফরহাদ জাহিদ শেখ প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করায় আইসিটি বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। পুরো প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেবাটি সকল দেশেই এই সেবা চালুর আহ্বান জানানো হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় প্রবাসীদের জন্য ৩৪ ধরনের সেবা চালু করায় আইসিটি বিভাগের প্রশংসা করেন। হটলাইন ৩৩৩ এবং ৯৯৯ ব্যবহারে নিজের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী জানান, করোনা পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের কল্যাণে ইতোমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে দূতাবাসগুলোতে ১০ কোটি টাকার সহায়তা পাঠানো হয়েছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রবাসীরা আমাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। তাই তাদের বিপদে আমাদেরই চিকিৎকরা এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ থেকেও ২৫০ জন চিকিৎসক এই সেবায় যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সিআরএম সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই কলসেন্টারটি পরিচালিত হচ্ছে।

#

শহিদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৩৫

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

         ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৭ মেট্রিক টন জিআর চাল এবং শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৫৯ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

          দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৬৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ১০৩ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৫০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ১৬৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৯৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

দেশে মোট ২১টি প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা সম্পাদিত হচ্ছে। দেশে সর্বমোট ১৭ লাখ ১১ হাজার ১২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৩ লাখ ৫২ হাজার ৬৭৮টি এবং ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৩৩৪টি মজুত আছে।

আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ৬০০ জন, উত্তরা দিয়াবাড়িতে ১১০ জন এবং সাভারের বিপিএটিসিতে ৩০০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট ৩০৬ জন এবং ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ৩৬৯ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

সারা দেশে ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬০১টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৬৩৫ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৫৩৪

**এডিস মশা নিধনে ভবনে জমে থাকা পানি অপসারনের আহবান স্থানীয় সরকার  মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এডিস মশা নিধনে ভবনের ভিতরে ও বাহিরে জমে থাকা পানি অপসারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ রাজধানীর কাওরান বাজারে ঢাকা ওয়াসা ভবনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্বকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বাসা-বাড়ি ও সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের  ভবন বা চত্বরে মশার বংশবিস্তারে সক্ষম পরিবেশ পরিলক্ষিত হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা করা হবে। ১০ মে'র পর থেকে অভিযান শুরু হবে।

মো: তাজুল ইসলাম বলেন, জমে থাকা পানিতে এডিস মশা সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে। কাজেই বাসাবাড়ি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের  ভবনের ছাদ, বাথরুমের কমোডসহ নির্মানাধীন স্থাপনার বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে থাকলে তা নিজ নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করতে হবে। সরকারি ভবনসমূহে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কাজ করবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নিকট  মশা নিধনে এক বছরের ওষুধ মজুদ আছে।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ,  স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহমুদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ১৫৩৬

**ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দাপ্তরিক সভা অনুষ্ঠিত  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দাপ্তরিক সভা অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে দাপ্তরিক কাজ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এই উদ‍্যোগ নেয়া হয়েছে।

  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের  সচিব  মো: রেজাউল আহসানের সভাপতিত্বে  বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধান সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন  কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এই অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সচিব  মো: রেজাউল আহসান বলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচতে জনসমাগম এড়িয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।  এতে করে অত্র বিভাগের  স্বাভাবিক কার্যক্রম অব‍্যাহত থাকবে, বাঁচবে সময়।  দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে  বিভাগের  অধীন অধিদপ্তরগুলোর সঙ্গে আরো একাধিক জরুরি সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।  প্রযুক্তি ব‍্যবহারে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব‍্যাহত রাখা দেশের ডিজিটাল অগ্রগতির এটি একটি উদাহরণ। বর্তমানে ই-ফাইলিং এর মাধ‍্যমে প্রতিকূল পরিবেশেও অত্র বিভাগের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে।

অনলাইন সভায় অংশগ্রহণকারী  বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ  তাঁদের  দপ্তরের  বিভিন্ন উন্নয়ন  প্রকল্পে  গৃহীত কার্যক্রম এবং অগ্রগতি সম্পর্কে  সচিবকে অবহিত করেন। এ সময় সচিব  বিভিন্ন  দপ্তর  সংস্থার প্রধানদের  সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে সীমিত আকারে সকল জেলা ও উপজেলা অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

আহসান/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ১৫৩৩

**বাংলাদেশে প্রথম ব্যাক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত করোনা ভাইরাস টেস্টিং ল্যাব উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | |

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর নিজস্ব অর্থায়নে ও উদ্যোগে রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন বেস্টওয়ে সিটিতে ইউএস-বাংলা মে‌ডি‌কেল ক‌লেজ হাসপাতালে নির্মিত করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরীক্ষার ল্যাব আজ উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কন্ফারেন্সের মাধ্যমে এ ল্যাব উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।  বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বেসরকারিভাবে এই প্রথম টেস্টিং ল্যাব চালু হলো। দ্রুত সময়ের মধ্যে ল্যাবটি চালু হওয়াতে নারায়ণগঞ্জবাসীর জন্য বিরাট  সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। দেশের আরো যারা বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা আছেন তারাও গাজী গ্রুপের মতো এগিয়ে আসবেন বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। যতবেশি পরীক্ষা করা হবে, ততবেশি রোগী শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এতে করে বেশি রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে এবং সংক্রমণ কমানো সম্ভব হবে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী বলেন, সারা পৃথিবীর তুলনায় বাংলাদেশ একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। তারপরও নারায়ণগঞ্জ জেলা হটজোনে পরিণত হয়েছে। কারণ নারায়ণগঞ্জ শিল্পনগরী।তিনি এসময় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

গাজী গ্রুপের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরুণ শিল্প উদ্যোক্তা বিসিবি ও যমুনা ব্যাংকের পরিচালক গাজী গোলাম মর্তুজা পাপ্পার সঞ্চালনায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা: আবুল কালাম আজাদ, পরিকল্পনা ও গবেষণা পরিচালক ইকবাল করিম, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জায়েদুল আলম, সিভিল সার্জন ডা: মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ বেগম, রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুইয়া।

#

সৈকত/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৪৬

**সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবীর খোকনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তারা প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হুমায়ুন কবীর খোকন হাজার সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাঁদিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

#

মাহমুদুল/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৪৭

**জামালপুরে স্থাপিত হচ্ছে করোনা পরীক্ষার ল্যাব**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: মুরাদ হাসান বলেছেন, জামালপুর, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের দেড় কোটি মানুষের কল্যাণে জামালপুরে স্থাপিত হতে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ল্যাব। আগামী ৭ দিনের মধ্যে জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে এ ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হবে। করোনা পরীক্ষার যন্ত্র রিয়েল টাইম পলিমারেজ চেন রি-অ্যাকশন (আর টি পি সি আর) মেশিন আজ রাতে চট্টগ্রাম থেকে জামালপুরে এসে পৌঁছুবে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, চট্টগ্রাম এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (আরটি পি সিআর) মেশিনটি গ্রহণ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার মাহবুবুর রহমান।

মহামারি করোনার চলমান পরিস্থিতিতে সাবেক বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে  জামালপুরে এ ল্যাব স্থাপিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী।  তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করে এখানেই পরীক্ষা করা হবে। প্রতিদিনের ফলাফল জামালপুরের পাশাপাশি ঢাকা পাঠানো হবে। সেখান থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে ফলাফল জানানো হবে। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার কাজটি শুরু হলে বৃহত্তর জামালপুর জেলার, ২৬ লাখ মানুষসহ আশ পাশের জেলার প্রায় দেড় কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে শেরপুর, কুড়িগ্রাম, রাজিবপুর এবং সিরাজগঞ্জ জামালপুরের কাছাকাছি হওয়াতে এই শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে যাতায়াত সহজ হবে।

এ সময় ল্যাব স্থাপনে সহযোগিতার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী।

#

মাহবুবুর/ফারহানা/সাঈদা/লাভলী/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা